দুটি সন্তানের বেশি নয়
একটি হলে ভাল হয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
আইইএম ইউনিট
৬, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
web- www.dgfpbd.org

স্মারকঃ পপঅ/ আইইএম/এলডিসি/২০১৮/২৪৬৯/৫৫৭ তারিখ ঃ ১২/০৩/২০১৮ খ্রিঃ

প্রেরক ঃ মহাপরিচালক
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

প্রাপক ঃ ১। পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা (সকল)----------বিভাগ।
২। উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা (সকল)----------জেলা।
৩। উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা/ মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি) (সকল) ----------উপজেলা----------জেলা।

বিষয় ঃ স্বল্পোন্নত (LDC) দেশের অবস্থান থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তোরণে যোগ্যতা অর্জনের ঐতিহাসিক সাফল্য উদ্‌যাপন ২০১৮ উপলক্ষে বিশেষ সেবা সপ্তাহ পালন।

নিম্ন আয়ের দেশ থেকে রিয়ে এসেছে বাংলাদেশ। আমরা এখন মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায়। একটি দেশকে স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হতে গেলে যে তিনটি সূচকের যোগ্যতা অর্জন করতে হয়, বাংলাদেশ সেই তিনটি শর্তই পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। প্রথম শর্তে, দেশে মাথাপিছু আয় ১২৪২ মার্কিন ডলার হতে হয়, যা বাংলাদেশ বেশ আগেই অতিক্রম করছে, এখন বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় ১৬১০ মার্কিন ডলার। দ্বিতীয় শর্তে মানব সম্পদের উন্নয়ন, অর্থাৎ দেশের ৬৬ ভাগ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ অর্জন করেছে ৭২ দশমিক ৯ ভাগ। আর তৃতীয় শর্তে বলা হয়েছে, অর্থনৈতিকভাবে ভঙ্গুর না হওয়ার মাত্রা ৩২ ভাগের নিচে থাকতে হবে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই মাত্রা ২৫ ভাগ। এসব শর্ত পূরণ হওয়ায় বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কেবল আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষায় রয়েছে। জাতিসংঘের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাউন্সিলে অনুমোদন হওয়ার পরই আনুষ্ঠানিকভাবে উন্নয়নশীল দেশ হয়ে উঠবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তোরণকে স্বাধীনতা-পরবর্তী জাতীয় জীবনের বড় অর্জন হিসেবে দেখছে সরকার ও জনগণ। এ অর্জনের জন্য ২২ মার্চ সংবর্ধনা দেওয়া হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে। একই দিন সারাদেশে আয়োজন করা হবে আনন্দ মিছিল। সরকারের প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ তাদের স্ব স্ব অর্জনকে তুলে ধরে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তোরণের সাফল্য উদ্‌যাপন করবে। তারই অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক অত্র বিভাগের আওতাধীন সকল অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও ইনস্টিটিউটে বিশেষ সেবা সপ্তাহ পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে বর্তমান সরকারের অর্জনসমূহও ঈর্ষণীয়। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ড্রপ-আউটের হার হ্রাস, পরিবার পরিকল্পনা অপূর্ণ চাহিদার হার হ্রাস, মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস, শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসে এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবা বৃদ্ধি, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহীতার হার বৃদ্ধি ইত্যাদি সূচকের উন্নয়ন স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তোরণে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

এসকল অর্জনকে তুলে ধরে আগামী ২০-২৫ মার্চ, ২০১৮ দেশব্যাপী বিশেষ সেবা সপ্তাহ উদযাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

এবারের বিশেষ সেবা সপ্তাহ সফল করার লক্ষ্যে অধিদপ্তর, বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও তদনিম্ন পর্যায়ে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে ঃ

- আগামী ২০-২৫ মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও তদনিম্ন পর্যায়ে বিশেষ সেবা সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হবে।
- এবারের বিশেষ সেবা সপ্তাহের প্রতিপাদ্য জাতীয়ভাবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে 'অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ'।
- প্রতিপাদ্যের উপর ভিত্তি করে বিশেষ ব্যানারের সফ্‌ট কপি আইইএম ইউনিট থেকে ই-মেইলে সকল জেলায় প্রেরণ করা হবে। উক্ত ব্যানার নিজ উদ্যোগে তৈরি করে সকল কার্যালয় ও সেবাকেন্দ্রে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ২০০৯-২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়কালে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অর্জনসমূহ স্ব স্ব উদ্যোগে সেবা কেন্দ্রের সামনে বিশেষ বোর্ডে প্রদর্শন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- বিভাগীয়/জেলা পর্যায়ে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে এ বিষয়ে এডভোকেসি সভা ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে।
- একইভাবে উপজেলা পর্যায়ে এডভোকেসি সভা ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে।
- বিশেষ সেবা সপ্তাহকে আকর্ষণীয় ও জনগণের মাঝে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য আইইএম ইউনিটের পক্ষ থেকে প্রচার সামগ্রী প্রস্তুত (পোস্টার, লিফলেট) ও বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সরবরাহকৃত পোস্টার, লিফলেট বিভিন্ন স্তরের সেবা কেন্দ্রে বিতরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

২০-২৫ মার্চ, ২০১৮ খ্রিঃ বিশেষ সেবা সপ্তাহ চলাকালীন সময়ে প্রতিদিন পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সকল সেবা কেন্দ্র হতে পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশুস্বাস্থ্য ও কিশোর-কিশোরীদের বিশেষ স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করতে হবে।

বিশেষ সেবা সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষে পরিচালক অর্থ/সিসিএসডিপি/এমসিএইচ-সার্ভিসেস ইউনিট মাঠ পর্যায়ে বিশেষ সেবাদান কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনাবলী জারী করবেন। উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

- এই পরিপত্র পাওয়া মাত্রই মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ বিশেষ সেবা সপ্তাহ সফলভাবে সংঘটনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের এমআইএস ইউনিট একটি মনিটরিং ও তথ্য সংগ্রহ সেল খুলবেন। উক্ত সেল ই-মেইল-এর মাধ্যমে (dirmisfp@gmail.com) নির্দিষ্ট ফরম্যাটে মাঠ পর্যায় থেকে প্রতিদিনের তথ্য সংগ্রহ করবেন। জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় সংশ্লিষ্ট উপজেলার তথ্য সংকলন পূর্বক এমআইএস ইউনিটে প্রেরণ করবেন।
- এডি ভ্যান পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ স্ব-স্ব জোনের আওতাধীন জেলাসমূহে সেবা সপ্তাহ উপলক্ষে আইইএম ইউনিট থেকে প্রেরিত বিশেষ ডকুমেন্টরি (সরকারের অর্জন) প্রদর্শনীর ব্যবস্থা নিবেন; সংশ্লিষ্ট উপপরিচালকগণের মাধ্যমে এডি ভ্যানের কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে।
- বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার-এর জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেলের আওতায় সেবা সপ্তাহ চলাকালীন বিশেষ অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

উপর্যুক্ত বিষয়সমূহের প্রতি গুরুত্ব প্রদানপূর্বক আগামী ২০-২৫ মার্চ, ২০১৮ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তোরণ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ সেবা সপ্তাহ সফলভাবে পালনের প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হলো।

কাজী মোস্তফা সারোয়ার
মহাপরিচালক

স্মারকঃ পপঅ/ আইইএম/সেবা ও প্রচার-১৫/২২৫০/৫৫৭/১ (১১০১) তারিখঃ ১২/১২/২০১৭ খ্রিঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপ-পরিচালকের কার্যালয়
পরিবার পরিকল্পনা, কক্সবাজার।

স্মারক নং-জেপপ/কক্স/১৮/ ২২৫ তারিখঃ ১৪/০১/২০১৮

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

০১। উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা/মেডিকেল অফিসার(এমসিএইচ-এফপি/ক্লিনিক) সদর/চকরিয়া/উখিয়া/কুতুবদিয়া/মহেশখালী/রামু/টেকনাফ/পেকুয়া/ মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, কক্সবাজার।
০২। কার্যালয়ের সংরক্ষণ নথি।

বর্ণিত পত্রের মর্মানুযায়ী আগামী ২০-২৫ মার্চ, ২০১৮ খ্রিঃ স্বল্পোন্নত (LDC) দেশের অবস্থান থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণে যোগ্যতা অর্জনের ঐতিহাসিক সাফল্য উদযাপন ২০১৮ উপলক্ষ্যে বিশেষ সেবা সপ্তাহ পালন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

বিষয়টি অতীব জরুরী।

(ডাঃ পিন্টু কান্তি ভট্টাচার্য্য)
উপ-পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
পরিবার পরিকল্পনা, কক্সবাজার।